৭. প্রজাপতি

এই ছড়াটি পড়তে গিয়ে ছাত্রছাত্রীরা ছন্দ মিলিয়ে কবিতা পড়তে শিখবে। ছড়াটি পড়ার অভিজ্ঞতা থেকে তারা রামধনু আঁকতে ও রং করতে শিখবে।

ফুলের দলে প্রজাপতি
হাসির পরে হাসি!
এমন শোভা দেখতে আমি
বড়োই ভালোবাসি!
উড়ে উড়ে কেমন তারা
বেড়ায় নেচে নেচে;
ইন্দ্রধনু দিয়ে পাখা
জান, কে এঁকেছে?
যাঁর দয়াতে গোলাপ ফোটে—
লোহিত বরণ মাখা,
যাঁর দয়াতে হাসির ছটায়
শিশুর আনন ঢাকা;
রবি-শশী ফুটিয়ে জগৎ
আলো করেন যিনি,
প্রজাপতির পাখায় হেন
সাজ দিয়েছেন তিনি।

যোগীন্দ্রনাথ সরকার

জেনে রাখ

অল্প কথায় যা পড়লে: এ-জগতের সবকিছুই বিধাতার দান। তাঁর দয়াতেই লাল রঙের গোলাপ ফুল ফোটে। শিশুর মুখের হাসিটিও তাঁরই দান। চন্দ্র-সূর্যের আলো দিয়ে তিনিই জগৎ আলোকিত করেন। এই বিধাতাই সাতরঙা রামধনুর মতো সুন্দর করে প্রজাপতির ডানা এঁকে দিয়েছেন।

ইন্দ্রধনুর সাতটি রং: বেগনি নীল আশমানি সবুজ হলুদ কমলা লাল

শব্দের অর্থ

দলে–পাপড়িতে
শোভা–দেখতে সুন্দর
ইন্দ্রধনু–রামধনু–বৃষ্টির পর সূর্য উঠলে আকাশে দেখা যায়। রামধনুর সাতটি রং
লোহিত–লাল
বরণ–রং
ছটায়–আভায়
আনন –মুখ
পাখা–ডানা
রবি–শশী –সূর্য–চন্দ্র
জগৎ–পৃথিবী
হেন–এই রকম
যার, যিনি, তিনি–এই তিন শব্দ দিয়ে বিধাতাকে বোঝানো হয়েছে

কতটা শেখা হল

১. প্রশ্নগুলির উত্তর লেখ।

ক) ফুলের দলে কে উড়ে বেড়ায়?
খ) তাদের পাখা কী দিয়ে আঁকা?
গ) কার দয়াতে গোলাপ ফোটে?
ঘ) রবি–শশী কী করে?

২. মূল্যায়ন প্রশ্নাবলি: বিধাতার কাজের নামগুলো ফাঁকা জায়গায় লেখ।

ক) গোলাপের পাপড়িতে ..... দিয়েছেন।
খ) শিশুর মুখ ..... ভরিয়ে দিয়েছেন।
গ) প্রজাপতির পাখায় ..... এঁকেছেন।
ঘ) রবি–শশী ফুটিয়ে ..... আলো করেছেন।

৩. বাক্য তৈরি কর: ক) শোভা খ) প্রজাপতি গ) জগৎ

৪. বিপরীত শব্দ লেখ: ক) হাসি খ) ঢাকা গ) আলো

একটা রামধনুর ছবি এঁকে তাতে রঙ কর।

ছাত্রছাত্রীদের জানান যে বাংলায় রামধনুর সাতটি রঙ মনে রাখার সহজ উপায় হল 'বেনীআসহকলা' কথাটি মনে রাখা।

৮. মেঘের মুলুক

এই অধ্যায়টি ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষক শিক্ষিকার সাহায্যে গল্প পড়তে এবং সেই সংক্রান্ত ছোটো ছোটো প্রশ্নের উত্তর দিতে সাহায্য করবে। শব্দার্থ, বিপরীত শব্দ, বাক্য গঠন ছাড়াও তারা মানানসই শব্দগুচ্ছকে পাশাপাশি ব্যবহার করতে সক্ষম হবে।

পাহাড় আর সমুদ্র—দুটোই বেড়াবার খুব সুন্দর জায়গা। যে যেটা ভালোবাসে। সমুদ্রে দেখবে, নীল জলে রুপোর মুকুট মাথায় ঢেউয়ের পরে ঢেউ এসে তোমার পা ভিজিয়ে দিচ্ছে। আর পাহাড়ে আঁকাবাঁকা রাস্তা, উঁচু উঁচু গাছ, নানারঙের পাহাড়ি ফুল। কোথাও ঝরে পড়ছে ঝরনার জল। খুব নীচু দিয়ে ভেসে যাচ্ছে কুয়াশার মতো হালকা মেঘ। তার মধ্যে দিয়ে যদি অজগরের মতো হেলেদুলে রেলগাড়ি চলে তাহলে তো কথাই নেই। এমন চমৎকার ছবি দার্জিলিং গেলে দেখতে পাবে।

এসেছি মেঘের মুলুক দার্জিলিঙে। দার্জিলিঙের পথে বনের শোভা বড়ো চমৎকার। একলা সে বনের ভিতর যেতে হলে প্রাণটি হাতে করে যেতে হয়। কিন্তু ট্রেনে* যেতে কোনো ভয় নেই। ট্রেনখানি সেই বনের ভিতর দিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে কেন্নোর মতো এঁকেবেঁকে চলে। ত্রিশ ফুট এগোলে পাহাড়ের এক ফুট উঁচুতে ওঠা হয়।

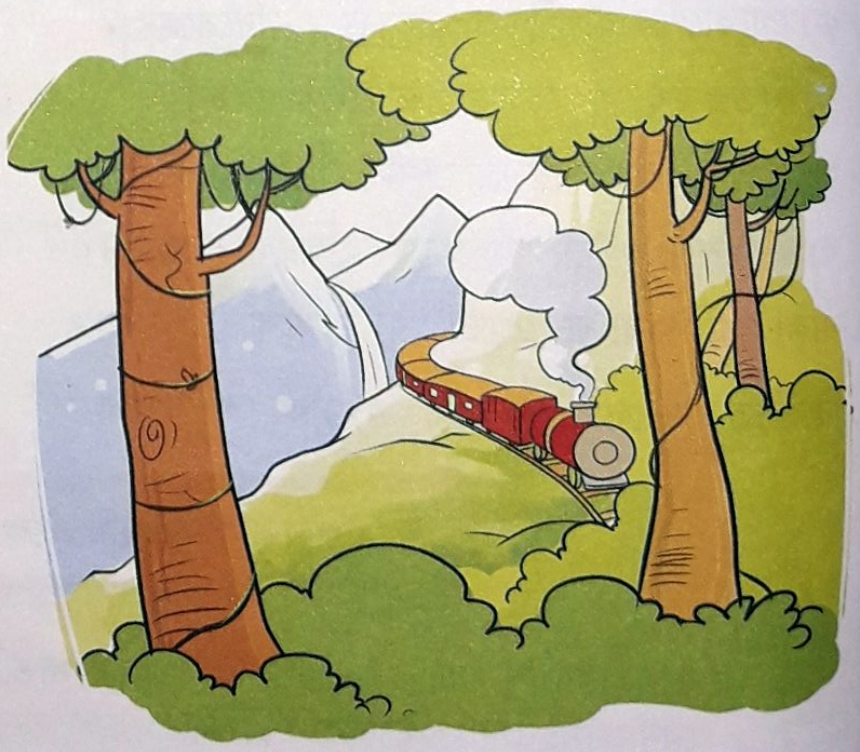

পথের ধারে বিশাল বড়ো-বড়ো সব গাছ। তাতে নানা রঙের ফুলও আছে। কোনো কোনোটাকে প্রকাণ্ড লতার জালে জড়িয়ে রেখেছে; কোনো কোনোটার গায়ে লম্বা-লম্বা দাড়ির মতো শ্যাওলা ঝুলছে। নীচের দিকে তাকাই—উঃ! কী ঘন বন। পাহাড়ের গা ঢেকে দিনকে রাত করে রেখেছে। উপরের দিকে তাকাই—বাবা! কী

উঁচু সব গাছ! জাহাজের মাস্তুলের মতো সোজাসুজি সেই কোথায় উঠে গিয়েছে।

আলো না হলে গাছের চলে না। সেই আলোর জন্য ব্যস্ত হয়ে তারা রেষারেষি করে কেবলই উঁচু হতে থাকে। কেননা, ঘন বনের ভিতরে পাশ দিয়ে আলো খুব কমই আসতে পারে। পাশাপাশি বাড়বার জায়গাও নেই।

এমনি বনের ভিতর দিয়ে চলতে চলতে ঝাঁ করে ট্রেনখানা এক-একটা ফাঁকা জায়গায় আসে। তখন দেখা যায়, ইস্ কত উঁচুতে উঠে এসেছি। নীচে মাঠ ওই ধূ-ধূ করছে। বড়ো বড়ো নদীগুলো সাদা আঁচড়ের মতো সেই কোথায় চলে গিয়েছে।

দেড় হাজার ফুট উঁচুতে উঠলে মেঘের সঙ্গে দেখা হয়। বাড়ি বসে আকাশের পানে তাকিয়ে আমরা যে-সব ভারী ভারী মেঘ দেখতে পাই, তারা মোটামুটি এইরকম উঁচুতেই থাকে। ক্রমে হয়তো ট্রেন তার ভিতরে ঢুকে যায়। তখন আর বুঝতে বাকি থাকে না যে আমরা যাকে কুয়াশা বলি, এ ঠিক সেই জিনিস। দূরে থেকে তাকে দেখলেই সে মেঘ, আর ভিতরে ঢুকে দেখলেই সে কুয়াশা।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

* দার্জিলিঙের ছোটো রেলগাড়িকে বলে-টয় ট্রেন

শব্দের অর্থ

মেঘের মুলুক-মেঘের রাজ্য বা মেঘের দেশ
ট্রেন-রেলগাড়ি
শোভা-বাহার
কেন্নো-অনেক পা-ওয়ালা একরকমের পোকা
শ্যাওলা-একরকমের উদ্ভিদ যা জলে জন্মায়
প্রকাণ্ড-খুব বড়ো
রেষারেষি-ঝগড়া
দিনকে রাত করে রেখেছে-সূর্যের আলো ঢোকে না তাই দিনের বেলাতেও রাতের মতো অন্ধকার
মেঘ-জমে যাওয়া জলের বাষ্প
কুয়াশা-জলের কণা
প্রাণটি হাতে করে যেতে হয়-সবসময় মনে ভয় এই বুঝি কোনো বিপদ ঘটল

মনে করো তুমি তোমার পরিবারের সাথে পাহাড়ে বেড়াতে যাচ্ছ, তুমি কী রকম জামা সঙ্গে নেবে?

ক) পশমের তৈরি গরম জামা
খ) সুতির তৈরি পাতলা জামা
গ) কোনোটাই না

: মেঘের মুলুক :

১। নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লেখ।

ক) দার্জিলিং কীসের মুলুক?
উঃ- দার্জিলিং মেঘের মুলুক।

খ) ট্রেন কেন পোকার মতো এঁকেবেঁকে চলে?
উঃ- ট্রেন কেন্নোর মতো এঁকেবেঁকে চলে।

গ) গাছগুলি সোজাসুজি কীসের মতো উঠে গেছে?
উঃ- গাছগুলি সোজাসুজি জাহাজের মাস্তুলের মতো উঠে গেছে।

ঘ) নীচে নদীগুলো কীসের মতো দেখায়?
উঃ- নীচে নদীগুলো সাদা আঁচড়ের মতো দেখায়।

ঙ) কত উপরে উঠলে মেঘের সঙ্গে দেখা হয়?
উঃ- দেড় হাজার ফুট উপরে উঠলে মেঘের সঙ্গে দেখা হয়।

চ) মেঘকে কাছের থেকে দেখলে কী মনে হয়?
উঃ- মেঘকে কাছের থেকে দেখলে কুয়াশা মনে হয়।

২। বিপরীত শব্দ:

ক) ভয় = সাহস
খ) জোরে = আস্তে
গ) দিন = রাত
ঘ) আলো = অন্ধকার
ঙ) উঁচু = নিচু।

৪। অর্থ লেখ: (ক) শোভা = সৌন্দর্য। (খ) মুলুক = রাজ্য/দেশ। (গ) প্রকাণ্ড = খুব বড়ো (ঘ) মাস্তুল = পাল খাটানোর লাঠি। (ঙ) ক্যাওলা = একরকমের উদ্ভিদ (চ) মেঘ = জমে যাওয়া জলের বাষ্প।

৩। বাক্য তৈরি কর: (ক) হাঁপাতে হাঁপাতে = জেলেটি হাঁপাতে হাঁপাতে বাড়ি ফিরল।

(খ) বড়ো বড়ো = আম গাছটিতে বেশ বড়ো-বড়ো আম ধরেছে।

(গ) লম্বা-লম্বা = পাহাড়ি অঞ্চলে বেশ লম্বা লম্বা গাছ দেখা যায়।

(ঘ) এঁকে বেঁকে = নদী এঁকে-বেঁকে চলে।

(ঙ) সোজা সুজি = পাহাড়ি অঞ্চলে গাছগুলি সোজাসুজি উঠে যায়।

: প্রজাপতি : (II)

১। ক) ফুলের দলে কে উড়ে বেড়ায়?
উ:- ফুলের দলে প্রজাপতি উড়ে বেড়ায়,
খ) তাদের পাখা কী দিয়ে আঁকা?
উ:- তাদের পাখা ইন্দ্রধনু অর্থাৎ সাতরঙা রামধনু দিয়ে আঁকা,
গ) কার চমাতে গোলাপ ফোটে?
উ:- বিধাতার চমাতে গোলাপ ফোটে,
ঘ) রবি-কাকী কী করে?
উ:- রবি-কাকী আলো দিয়ে জগৎ আলোকিত করে,

২) ক) গোলাপের পাপড়িতে লাল রঙ দিয়েছেন,
খ) শিশুর মুখ হাসিতে ভরিয়ে দিয়েছেন,
গ) প্রজাপতির পাখায় রামধনু এঁকেছেন,
ঘ) রবি-কাকী ফুটিয়ে জগৎ আলো করেছেন,

৩। বাক্য তৈরি কর:
ক) শোভা = প্রকৃতির অপরূপ শোভা দেখতে কে না ভালোবাসে,
খ) প্রজাপতি = ফুলে ফুলে প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে,
গ) জগৎ = এ-জগৎ বিধাতার সৃষ্টি,

৪। বিপরীত শব্দ লেখ:
ক) হাসি = কান্না,
খ) ঢাকা = খোলা,
গ) আলো = অন্ধকার,